

W.B. HUMAN RIGHTS  
COMMISSION  
KOLKATA - 27

18-01-2017

Enclosed is the news item clipping of the Ananda Bazar Patrika, a Bengali daily dated 17<sup>th</sup> January, 2017, the news is captioned 'বাইকট  
জোরে চালালে হয়তো মারাই যেতান'

The thread commonly known as China-manja is creating a deadly menace. Let the matter be probed by the Investigation Wing of the Commission. Report within 2 weeks.

(Justice Girish Chandra Gupta)

Chairperson

(Naparajit Mukherjee)

Member

(M. S. Dwivedy)

Member

Encl: News Item dt. 17.01.2017

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

# বাইকটা জোরে চালালে হ্যাতো মারাই যেতাম

সৌপর্ণি দাশ

আচমকা গলায় প্রচণ্ড জ্বালা। স্পোকা কামড়াছে নাকি? কয়েক মুহূর্ত পরে মনে হল, গলায় মেন কেউ ত্রেপ চালাচ্ছে। তান হাটটা আপনা-আপনি মোটরবাইকের অ্যাক্সিলারেটর থেকে গলায় চল এল। আর তখনই বুরলাম, গলায় আটকে চেপে বসছে একটা সুতো। ধারালো সুতো। মানে, কড়া মাঙ্গা দেওয়া। ক্রমশ দেশি করে চেপে বসছ। ওটা না ফেলতে পারলে গলা কেটে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু আমি তো পরম উড়ালপুলে মোটরবাইক ছুটিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ খামতে মোল তো ক্রত গতিতে পিছনের গাড়ি এসে মেরে দেবে। কী করব তা হলো?

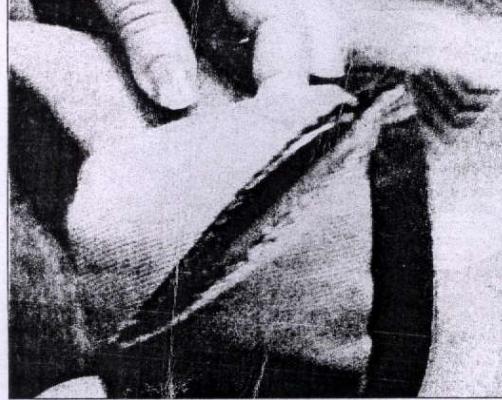
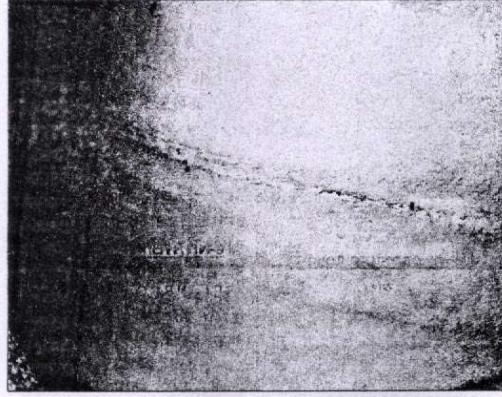
নিউ টাউনের একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি। রবিবার কলেজ ছুটি বিকেলে শিবপুরের বাড়ি থেকে মোটরবাইকে ঘাঁচিলাম নিউ টাউন। ওখানে পেরিং গেট থাকা এক বন্ধুকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা জরুরি বই পেটে দিলো।

বাইক চালানোর সময়ে আমি সতর্ক থাকি। মাথায় তাই ছিল ফুল মাঝে হেলমেট। পার্ক সার্কিস থেকে চিংড়িবাটার দিকে যাওয়ার পথে উড়ালপুল তখন প্রায় ফাঁকা। সামনে-পিছনে তেমন গাড়ি ছিল না। ফাঁকা রাস্তায় বেশ নিশ্চিন্ত মনেই এগোছিলাম। বন্ধুর কাছে পৌছনোর তাড়া ছিল না। তাই ফাঁকা উড়ালপুলে সাধারণত যাতো জোরে লোকে মোটরবাইক ছাঁটায়, তার দেয়ে কম গতিতেই চালাছিলাম আমি। কত হবে? ঘৰ্তায় ৪০ কিলোমিটারের আশপাশে। আর

ফেলতে হবে। কারণ, সেতুর উপরে ধামতে গেলেই বিপদ। পিছন থেকে কোনও ক্রত গতির গাড়ি এসে পিছে দেবে আমাকে। আবার নামনেও এসে পারছিল না। কঠনালী ফালা ফালা হয়ে যাওয়ার ভয়ে।

অগত্যা চলন্ত অবস্থাতেই মোটরবাইক না থাবিয়ে তান হাত দিয়ে সুতোটা চেপে থারি। বুরাতে পারি, ধারালো সুতোর কেটে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে আমার হাতের তালু, আতল। কিছুক্ষণ পরে সুতোটা আচমকা ছিঁড়ে গেল। ততক্ষণে হাতে, গলায় যন্ত্রণা শুরু হয়ে পিয়েছে। এই অবস্থাতেই বাইক চালিয়ে বাবি পর্খটা পেরিয়ে এসেছিলাম। চিংড়িবাটার কাছে পৌঁজাখুঁজ করে একটা ওয়্যামের দোকানে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করাই। তখন কাঁধে থাকা ব্যাগ আর গায়ের জ্যাকেটটার দিকে চোখ পড়ে। দেখি, ব্যাগের মোটা হাতলটা এমন ভাবে ফালা ফালা করে কাটা যে, মনে হয়ে কেউ ছুরি চালিয়েছে। জ্যাকেটেরও একই হাল। অর্ধেৎ ধারালো সুতো যেখানে দিয়েই গিয়েছে, সেখানটাই এমন ভাবে কেটে গিয়েছে।

তার পরেই মনে হল কথাটা। আমি হনি বাইকটা আন্তে না চালাতাম, তবে আমার কঠনালীটাও কী এভাবেই ফালা ফালা হয়ে যেত? রবিবার সকালে কাগজে পড়েছিলাম ঘটনাটা। শনিবার দক্ষিণ গুজরাতে গলায় ঘূড়ির সুতো আটকে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। বিকেলে ঠিক তেমনটাই আমার সঙ্গে হতে যাইছিল তেবে এখন শিউতে উঠচি। সতীই সাক্ষ মৃত্যু হাত থেকে ফিরে এলাম! ছুরি টুরি নয়, ঘূড়ির সুতো প্রাণ নিত আমারও!



মাঙ্গার ধারে সৌপর্ণির জ্বর গলা (উপরে) ও কেটে যাওয়া ব্যাগ।

আমার প্রাণে নেঁচে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

সামনে সিটির কিছুটা আগে গলায় তীব্র জ্বালা অনুভব করলাম। গলায় হাত দেওয়া মাত্রই বুরলাম,

সুতোর মাঙ্গার ধারে কেটে গিয়ে গলা থেকে রক্ত বেরোচ্ছ ঝরেক্ষণ করে। মৃত্যুর মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, বাঁচতে গেলে বাইক চালাতে চালাতেই সুতোটা ছুড়ে